দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 18 MAY 2008 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

জবি'র দখলকৃত ১২টি আবাসিক হলের ব্যাপারে খসড়া রিপোর্ট প্রদান

কর্তৃপক্ষ এখনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ বহু প্রতীক্ষার পর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিয়োগ করা সিএ ফার্মের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করলেও এখনো কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। প্রায় ১৮ লাখ টাকা ব্যয়ে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি খতিয়ে দেখতে এ সিএ ফার্ম গঠন করা হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খান সিএ ফার্মের দেয়া খসড়া রিপোর্ট সম্পর্কে 'ইনকিলাব'কে জানান, আমরা রিপোর্টটিতে কিছু অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছি। তবে কি অসঙ্গতি রয়েছে তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি আরো জানিয়েছেন, আমরা রিপোর্টটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর ব্যাপারে পদক্ষেপ নেব শিগগিরই।

জানা গেছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি আবাসিক ছাত্রাবাসই প্রায় তিন দশক ধরে অবৈধ দখলদার পুলিশ ও ভূমিদস্যু জালিয়াতির চক্রের দখলে রয়েছে, কোন অজানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও ছাত্রাবাসগুলো দখলমুক্ত করার ব্যাপারে উদাসীন। বিশেষ করে ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রূপান্তরিত হওয়ার পর সাধারণ শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা একেবারেই নিতান্তই নেই বলে চলে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হিসাব দীর্ঘ আড়াই বছর পর হলেও কর্তৃপক্ষ আমলে নিতে পারেনি। এমনকি হল দখলমুক্ত করার জন্য আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে গ্রেফতারও করেছিল কর্তৃপক্ষ। বারবার আন্দোলনের ফসল হিসাবে কর্তৃপক্ষ একটি সিএ ফার্ম গঠন করে। কিন্তু অজানা কারণে এই রিপোর্টটির সুপারিশ অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে চলছে তারা। প্রাপ্ত তথ্যমতে, অবশেষে রিপোর্টটির উপর তিন সদস্য বিশিষ্ট সার্ব কমিটি গঠন করেছে। এছাড়াও কমিটি মে মাসের ৩ তারিখে বৈঠকেও বসেছে। কিন্তু অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে কমিটি বৈঠক করায় কোন তথ্য পায়নি কেউ। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা 'ইনকিলাব'কে জানান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট এই বিশ্ববিদ্যালয়কে অনাবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার পথে হাঁটছে। তবে আমরা কিছুতেই মানব না এই প্রতারণার দিকটি।

এদিকে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সিএ ফার্মের রিপোর্টটির কথা বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ভুলিয়ে রাখছেন। বারবার ছাত্রছাত্রীদের আশ্বাস দিয়েছেন এই রিপোর্ট হাতে পেলেই আমরা তোমাদের আবাসিক হলের ব্যবস্থা করবো। সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর উদ্যোগ নেবো।

জানা যায়, আবাসিক হলের জন্য বিগত দুই বছরে একাধিকবার ক্যাম্পাসে আন্দোলন, ভাঙচুর ও গ্রেফতার হয়েছে শিক্ষার্থীরা। এতকিছুর পরও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের টিলেমির কারণে বেদখল হয়ে যাওয়া আবাসিক হল উদ্ধার সম্ভব হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষার্থী জানিয়েছে, আমরা এই সিএ ফার্মের রিপোর্টটির দিকে চেয়ে আছি। দেখি বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি আমাদের জন্য কি করেন। তবে এসব ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশাসন সূত্র জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আইনী প্রক্রিয়ায় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দখলে যাবে। অন্যথায় নয়।